দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 1 6 MAY 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৪

কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ শোকজ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মোশতাক আহমেদ

অনিয়ম আর দুর্নীতির আখড়া কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট অনেকেই অভিযোগ তুলে বলেছেন অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি, অবৈধ নিয়োগ, বিভিন্ন কাজের নামে টাকা আত্মসাতসহ নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে তিনি জড়িত। সরকারী কর্মকর্তা হয়েও রাজধানীর অদূরে আতলিয়ায় একটি রেইরেন্ট পরিচালনা করছেন বলে বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীরাই অভিযোগ করেছেন। শুধু তাই নয়, পছন্দের লোক না হওয়ায় ডেপুটি কন্ট্রোলার, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ কয়েকজনকে সাসপেন্ডও করে রাখেন। নানা অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও চার বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত বোর্ড চেয়ারম্যান ড. মোঃ ইদ্রিস আলী বর্ধিত সময়ে এখনও রয়েছেন বহাল তবিয়তে। এসব নানা অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চেয়ারম্যানকে কারণ দর্শাতে শোকজ নোটিস ইস্যু করেছে বলে জানা গেছে। রবিবারই শোকজ নোটিস ইস্যু করা হয় বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

অবশ্য বোর্ড চেয়ারম্যান ড. ইদ্রিস আলীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, শোকজের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না, শোনেননিও। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ঠিক নয় বলে দাবি করেন। কর্মকর্তাদের সাসপেন্ড করা প্রসঙ্গে বলেন তারা অন্যায় করেছেন বলে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

সূত্রগুলো বলেছে, ড. মোঃ ইদ্রিস আলীকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পর থেকেই তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতির ও অনিয়মের অভিযোগ শুরু হয়। তার দুর্নীতির বিরুদ্ধে একাধিকবার তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও একটি শক্তিশালী চক্রের সাহায্যে বার বারই তদন্ত রিপোর্ট কার্যত ধামাচাপা দেয়া হয়।

কয়েক দিন আগে এইচএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরীর কাছে সাংবাদিকরা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতির বিষয়ে জানতে চাইলে উপস্থিত কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. ইদ্রিস আলী বোর্ডে দুর্নীতি নেই বলার চেষ্টা করলে স্বয়ং শিক্ষা উপদেষ্টাই তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন একেবারে দুর্নীতি নেই এটা বলতে পারেন না। তখন চুপ হয়ে যান বোর্ড চেয়ারম্যান।

সূত্রমতে, সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রতিজেলায় একটি করে কৃষি কলেজ করার বিধান থাকলেও ড. ইদ্রিস আলী নিজে ও তার আত্মীয়স্বজনকে লাভবান করার লক্ষ্যে তার নিজ জেলা নাটোরে চারটি কৃষি কলেজ স্বীকৃতি দেন। যার ফলে সরকারের লাখ লাখ টাকা প্রতিমাসে রাজস্ব খাতে ব্যয় হচ্ছে। শুধু তাই নয় প্রতি উপজেলায় এইচএসসি (বিএম) কলেজ দু'টি করার বিধান থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজ উপজেলা নাটোরের সিংড়াতে আটটি কলেজ স্বীকৃতি প্রদান করেন। এ ছাড়াও ঘর নেই, জায়গা নেই যন্ত্রপাতি নেই এমন অনেক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সচিব, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞ, উপপরিচালক, উপপরীক্ষক পদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদে অনিয়ম করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বোর্ডেরই দায়িত্বশালী একটি সূত্র। পাশাপাশি অপছন্দের লোকদের সাসপেন্ড করে রাখেন তিনি। সূত্রমতে ডেপুটি কন্ট্রোলার আব্দুল হামিদ, ডেপুটি কন্ট্রোল (দায়িত্বপ্রাপ্ত) নূর এলাহী, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সুলতান হোসেন

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

কারিগরি বোর্ডের (১২-এর পাতার পর)

সার্টিফিকেট রাইটারকে সাসপেন্ড করে রাখেন বোর্ড চেয়ারম্যান। এ বিষয়ে ড. মোঃ ইদ্রিস আলী বলেছেন, তারা অন্যায় করেছেন বলেই সাসপেন্ড করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারী চাকরি বিধিমালা লঙ্ঘন করে বিভিন্ন সিনিয়র পদে জুনিয়র লোকদের পদোন্নতি, নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রেষণে যে সমস্ত পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তার অধিকাংশেই বোর্ডের নিয়োগ বিধি লঙ্ঘন করে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। শুধু টাকার বিনিময়ে নয় চাকরি দেয়ার ক্ষেত্রে আত্মীয়করণও করা হয়েছে। বোর্ডের কয়েক কর্মকর্তা-কর্মচারী তার নিকটাত্মীয় বলে জানা গেছে।

কর্মশালা, সিলেবাস তৈরির নামেও তিনি লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। চেকের মাধ্যমে টাকা লেনদেনের কথা থাকলেও বোর্ডের ব্যাংক হিসাব থেকে লাখ লাখ টাকা উঠিয়ে নগদে লেনদেন করেন বলে অভিযোগ আছে। এসব নানা অভিযোগ জানতেই তাকে কারণ দর্শানোর নোটিস ইস্যু করা হয়েছে বলে জানা গেছে। নোটিস দু'এক দিনের মধ্যেই হাতে পৌঁছে যাবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে।